‘জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন, ২০১৫’

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

সমাপনী অধিবেশনে মাননীয় প্রধান বিচারপতির অভিভাষণ

তারিখ ঃ ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৫; শনিবার
দুপুর ০২.৩০ ঘটিকা

স্থান ঃ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র

সভাপতি: মাননীয় বিচারপতি জনাব সুরেন্দ্র কুমার সিন্‌হা

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি

প্রিয় বিচারকবৃন্দ।

সবাইকে আবারো শুভেচ্ছা।

এটি ডিসেম্বর মাস। ১৯৭১ সালের এ মাসে এদেশের মানুষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে এক মহান বিজয় অর্জন করেছিলেন। যে বিজয় আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিল একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের একজন সদস্য হিসেবে আমরা সবাই গর্ব অনুভব করি।

আমি অবগত আছি যে, মানসম্পন্ন সু-বিচার প্রাপ্তির ক্রমবর্ধমান জনআকাঙ্খার বিপরীতে অবকাঠামোগত ঘাটতিসহ বহুবিধ সীমাবদ্ধতার মাঝে আপনাদের কাজ করতে হয়। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, বিনা বিলম্বে, স্বল্পব্যয়ে ও প্রকাশ্য বিচারের মাধ্যমে আইন সম্মত সুবিচার প্রাপ্তি প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। আমরা নাগরিকগণের মানসম্মত সুবিচার নিশ্চিতকরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। এক্ষেত্রে কোন সীমাবদ্ধতাই অজুহাত হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

বিচারকের পদমর্যাদা ও প্রত্যাশা

বিচারকের পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন বিচারক নিশ্চিতভাবে বিচার কর্মের জন্য সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে স্বীকৃতি, প্রশংসা ও পুরষ্কার পাবেন। রাষ্ট্র এবং এর জনগণ বিচারককে অবশ্যই সম্মানের আসনে সমাসীন হিসেবে দেখতে চায়। আপনাদের মর্যাদার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনায় রয়েছে।

বিচার কর্ম পরিবেশ

এটি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক যে, সরকারের উদ্যোগে নুতন আদালত ভবন নির্মাণ, জনবল নিয়োগ, যানবাহন, আসবাবপত্র ও আইটি সরঞ্জাম সরবরাহ, নুতন বিচারক/ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ ও বিচারকগণের নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি কার্যক্রমে অধঃস্তন বিচার বিভাগে একটি উন্নতর কর্মপরিবেশ তৈরী হচ্ছে। বিচার কর্ম বিভাগে জজদের জন্য যথাসময়ে পদোন্নতি প্রাপ্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি উপযুক্ত বিচারকদের দ্রুত পদোন্নতিদান সম্পন্ন করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থেকেছি। কিন্তু এটা আশা করা যায় যে, যদি আমরা সততা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালনে আরো মনোযোগী হয় তাহলে অবশিষ্ট সমস্যাগুলো সমাধান হবে।

বিচার বিভাগীয় শক্তির উৎস

বিচারক একজন মানুষ এবং তিনি অন্য সকল মানুষের বিচার করেন। সেহেতু সর্বকালে ও সর্বদেশে বিচারকদের জ্ঞান, কর্মদক্ষতা, সততা ও ব্যক্তিগত আচরণ বিষয়ে মানুষের প্রত্যাশা অনেক উঁচুমানের। যে

কোনো একজন মানুষের প্রত্যাশা এই যে, একজন বিচারক হবেন আইনের জ্ঞানে প্রাজ্ঞ, আদালতের কাজে সময়ানুবর্তী ও নিয়ম-নিষ্ঠ, প্রশ্নাতীতভাবে ও সকল ক্ষেত্রে সৎ, মানবিক মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সকলের সাথে মর্যাদাপূর্ণ ও পরিশীলিত আচরণের একজন আদর্শ স্থানীয় মানুষ। মানুষের এই প্রত্যাশা কি অযৌক্তিক? নিশ্চয়ই নয়। এটা কেবল বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশা নয়। সকল দেশের মানুষই এরকম গুণাবলীর মানুষকেই বিচারক হিসেবে আশা করে। আমাদের জনমানুষের এই সঙ্গত ও যৌক্তিক প্রত্যাশা পূরণে যত্নবান হতে হবে। আপনাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে, একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অন্তর্গত শক্তির উৎস হলো জনগণের আস্থা। এটা হলো বিচারকদের সততা, সক্ষমতা ও নিরপেক্ষতার প্রতি গণমানুষের অবিচল বিশ্বাস। সাধারণ মানুষের এই আস্থা অর্জনের জন্য বিচারকদের একদিকে যেমন উঁচু নৈতিক মূল্যবোধ ও চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, তেমনি অন্যদিকে সদা বিকাশমান ও পরিবর্তনশীল আইন, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা ও সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। এটা অর্জন সম্ভব কেবলমাত্র নিয়মিত অধ্যয়ন এবং সময়মতো ও আইনানুগভাবে বিচারিক কাজ সম্পন্নকরণের মাধ্যমে।

জেলা জজের দায়িত্ব

জেলা জজ জেলার জ্যেষ্ঠ বিচারক এবং তিনি জেলা পর্যায়ের বিচার প্রশাসনের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাও বটে। অধীনস্থ বিচারক ও আদালত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধায়ন ও জেলার বিচার ব্যবস্থায় সামগ্রিক মানোন্নয়নের দায়িত্ব জেলা জজের। এটা জেনে আমি ব্যথিত হয়েছি যে, কোনো কোনো জেলার জেলা জজ ও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে অনাকাঙ্খিত বিবাদে জড়িয়ে পড়ছেন। এটি জেলার সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থার উপর অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব ফেলছে। জ্যৈষ্ঠ ও দায়িত্ববান কর্মকর্তা হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট জেলা জজ তাঁর প্রজ্ঞা ও সুবিবেচনার মাধ্যমে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাবেন এটাই আমার প্রত্যাশা। আদালতের ভবন ও জমির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা, সহযোগী বিচারকদের সহায়তা ও নিরাপত্তা প্রদান করা, আদালতের অফিসসমূহ বিশেষতঃ নেজারত, রেকর্ডরুম, নকলখানা ও জুডিসিয়াল মালখানা নিয়মিত পরিদর্শন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, বিচারপ্রার্থী জনগণের বিশেষতঃ নারী ও শিশুদের আদালতে অবস্থান যেন নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দময় হয় সেটা নিশ্চিতকরণও জেলা জজের কর্তব্য।

মামলা জট নিরসনে বিচারকের দায়িত্ব

আমাদের বিচার ব্যবস্থায় মামলাজট ও বিচারে দীর্ঘসূত্রীতা জনগণের বিচার লাভের ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায়। আমাদের নিম্ন আদালতগুলোতে প্রায় ২৭ লক্ষ মোকদ্দমার মামলাজট আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি। অনিষ্পন্ন মোকদ্দমার এই বোঝা আদালত ব্যবস্থাপনাকে করতে পারে গতিহীন ও বাড়িয়ে দিতে পারে মোকদ্দমার ব্যয়। এ কারণে মানুষ তার বিরোধকে আদালতে আনতে নিরুৎসাহিত হতে পারে, আগ্রহী হতে

পারে বিচার বহির্ভূত পন্থায় অর্থ বা পেশি শক্তির মাধ্যমে সুবিধাজনক সমাধান প্রাপ্তির। ফলশ্রুতিতে আইনের শাসনের প্রতি জনগণের আস্থা শিথিল হতে পারে, সমাজে অসহিষ্ণুতা ও সংঘাতের প্রসার ঘটতে পারে। আমাদের অবশ্যই মামলাজটের দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে হবে। এজন্য আপনাদের পরিহার করতে হবে অপ্রয়োজনীয় সময়দানের সংস্কৃতি। আদালতের পুরো সময়কে বিচার কাজে ব্যয় করতে হবে। আমি শুনতে পাই কোনো কোনো জেলা জজ মধ্যাহ্ন বিরতির পরে আদৌ বিচার কাজে বসেন না। এটা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কজলিস্টে এমনভাবে ও এরকম সংখ্যায় মামলা রাখতে হবে যেন পুরো বিচারিক সময়ে আদালত কার্যরত থাকতে পারে। কোনো কোনো জেলা জজের ও তাঁর অধীনস্থ বিচারকের পরিবার ঢাকায় থাকেন। তাদের মধ্যেকার কতিপয় জজ ও তাঁর অধীনস্থ বিচারক বৃহস্পতিবার দুপুরের পর ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, রবিবার দুপুরে ফিরে যান কর্মস্থলে। কোনো কোনো জেলা জজ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে সরকারী গাড়ী নিয়ে জেলার বাইরে ভ্রমণ করেন। কোনো কোনো জেলা জজ নিজের গাড়ী না নিয়ে এ কাজে অন্য আদালতের গাড়ী ব্যবহার করেন। ঢাকার বাইরে কর্মরত কোনো কোনো জেলা জজের গাড়ী প্রায়ই ঢাকা শহরে দৃশ্যমান হয়। এগুলো কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। জেলা জজ নিজে সঠিক সময়ে আদালতে আসবেন, পুরো বিচারিক সময় বিচার কাজে ব্যাপৃত থাকবেন এবং অন্য বিচারকদের একইভাবে নিয়মানুবর্তী ও সময়নিষ্ঠ হতে সহায়তা করবেন এটাই প্রত্যাশা।

আইনজীবীদের সঙ্গে সম্পর্ক

আইনজীবীগণ আমাদের বিচার ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে একজন আইনজীবী কোর্টেরই অফিসার এবং তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব হলো সুবিচার নিশ্চিতকরণে আদালতকে সাহায্য করা। আইনজীবীদের সঙ্গে সম্পর্ক হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ ও পেশাগত। আইনজীবীদের যুক্তিসঙ্গত কোনো বৈধ দাবী দাওয়া থাকলে জেলা জজ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুসারে ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু কোনোক্রমেই আইন ও বিধির বাইরে কোনো পদক্ষেপ নেবেন না।

নিয়মিত বিচার বিভাগীয় কনফারেন্স

আদালত প্রশাসন ও মামলা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যা, বিচার বিলম্ব ও আদালত সংশ্লিষ্ট অন্য সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়গত সমস্যা সমাধানের উৎকৃষ্ট পন্থা হলো নিয়মিত জুডিসিয়াল কনফারেন্স অনুষ্ঠান করা। আমি আশা করি, আপনারা সি.আর.ও এর বিধান মোতাবেক নিয়মিতভাবে বিচার বিভাগীয় সম্মেলনের আয়োজন করবেন এবং সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশসমূহ পুংখানুপুংখভাবে বাস্তবায়ন করবেন। আমার বিশ্বাস এর মাধ্যমে বিচার প্রশাসনে প্রত্যাশিত গতি সঞ্চারিত হবে এবং মোকদ্দমা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি পাবে।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি

সকল প্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমার ক্ষেত্রে বিশেষতঃ পারিবারিক বিরোধ ও অর্থঋণ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি (এডিআর) ব্যবহার আইনানুগ করা হয়েছে। সে কারণে আপনারা নিশ্চিত করবেন যেন দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার শুরুর পূর্বে Mediation বা Conciliation এর মাধ্যমে আপোষ নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়া হয়। যখন আপোষের মাধ্যমে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে একটি বিরোধ বা মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হয় তখন সেটি স্থায়ীভাবে নিষ্পত্তি হয়, কোনো আপীল মোকদ্দমায় উদ্ভব হয় না এবং পক্ষদ্বয়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত হয়। সে কারণে এ.ডি.আর পদ্ধতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য আপনাদের সদা সচেতন থাকতে হবে।

- **সময়মতো এজলাসে উঠা;**
- **সুপ্রীম কোর্টের সার্কুলার অনুসরণ;**
- **প্রসেস সমভাবে বন্টন করতে হবে;**
- **পাবলিক প্রকিউরম্যান্ট ল' ও রুল অনুসরণ করে কেনা-কাটা করতে হবে;**
- **কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয়দের নিয়োগ দেয়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে;**
- **ফৌজদারী বিবিধ মামলা তথা জামিনের আদেশ তৎক্ষনাৎ প্রদান করতে হবে;**
- **এ.সি.আর এ বিরূপ মন্তব্য প্রদানের ক্ষেত্রে জেলা জজদেরকে সর্তক হতে হবে, যেন ইচ্ছাকৃতভাবে কারো এসিআর এ বিরূপ মন্তব্য প্রদান না করা হয়;**
- **বিচার নিষ্পত্তির অপর্যাপ্ততা পদোন্নতির অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। জেলা জজগণকে নিয়মিত পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স ও জুডিসিয়াল কনফারেন্স করতে হবে;**
- **সিভিল রুলস এবং অর্ডারস এর সংশোধনের কাজ চলছে, উহা যুগোপযোগী করা হবে;**
- **বিচারকদের পোশাক-আশাক এবং চলা-ফেরায় স্বতন্ত্র থাকতে হবে;**

- সুপ্রীম কোর্টসহ সকল আদালতের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের কে বাধ্যতামূলক আইডি কার্ড এবং নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করতে হবে;
- জুনিয়র অফিসারদেরকে নকলখানায় দায়িত্ব দিয়ে মনিটরিং করতে হবে। জেলা জজগণকে বিভিন্ন সেকশনে মাঝে-মাঝে আকস্মিক পরিদর্শন করতে হবে। কোর্ট সময়ের পূর্বে জেলা জজগণ অফিস ত্যাগ করতে পারবে না;
- যতদ্রুত সম্ভব মামলার রায় ও আদেশ প্রদান করতে হবে;
- বিচারকদের নিরন্তর প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। পর্যায়ক্রমে সকল বিচারকদেরকে বিদেশে প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা হবে;
- ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে আরো বেশি বিচারক নিয়োগ এর ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে;
- ফৌজদারী ও সাক্ষ্য আইন যুগোপযোগী করা হবে;
- বিভিন্ন আদালতে ভয়েস রেকর্ডিং সিস্টেম চালু করা হবে। পর্যায়ক্রমে সকল স্তরের জজকে কম্পিউটার দেয়া হবে। সকল জেলার সাথে অচিরেই ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হবে। প্রত্যেক জেলায় ই-লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হবে। যাতে **Update Law** সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়;
- প্রত্যেক বিভাগীয় সদরে আইটি বিশেষজ্ঞ নিয়োগের পদক্ষেপ নেয়া হবে;
- লিগ্যাল এইড অফিসারদেরকে মধ্যস্থতার কাজ আন্তরিকভাবে করতে হবে;
- একটি বিলম্বিত **well written judgment** থেকে একটি দ্রুত লিখিত **workable judgment** অনেক বেশি প্রয়োজন;

- অন্তবর্তীকালীন আদেশসমূহ, যথা-অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা, রায়ের পূর্বে ক্রোক, রিসিভার নিয়োগ, জামিনের আদেশ ইত্যাদি তৎক্ষনাৎ **pronounce** করতে হবে;
- মামলার প্রথম সুযোগে হস্তরেখাবিদ, অঙ্গুলাঙ্গ বিশারদ তথা অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতামত দ্রুত নিতে হবে;
- স্থানীয় তদন্ত/পরিদর্শন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;
- সিভিল রিভিশন ও ক্রিমিনাল রিভিশন এবং একতরফা মামলার রায় ঐ একই দিনে প্রদান করতে হবে;
- সিভিল রিভিশন ও ক্রিমিনাল রিভিশন মামলায় পক্ষগণ উপস্থিত না থাকলেও অন মেরিটে নিষ্পত্তি করতে হবে;
- বিচারের ক্ষেত্রে সমতার নীতি প্রয়োগ করতে হবে;
- মুলতবীর দরখাস্ত নিরুৎসাহিত করতে খরচের আদেশ দিতে হবে;
- মিথ্যা মামলায় দৃষ্টান্তমূলক খরচ ও খেসারতমূলক খরচ দিতে হবে;
- সাক্ষী কোনো অবস্থাতেই সাক্ষ্য গ্রহণ ব্যতীত ফেরত দেয়া যাবে না;
- **Case Management Court** ও **Administration Committee** এবং অন্যান্য কমিটিগুলো **Actively** কাজ করতে হবে;
- প্রত্যেক বিচারককে একজন রোল মডেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে;
- ২০১৫ সালে মামলা নিষ্পত্তির পর্যালোচনা;
- পদ সৃজন সংক্রান্ত;
- ছাড়পত্র বিষয়ক জটিলতা;

- জেলা পর্যায়ে সিজিএম ভবন নির্মাণের অগ্রগতি;
- সিজিএম ভবনের জমি সংক্রান্ত জটিলতা;
- সুপ্রীম কোর্টের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট বিষয়ক;
- জেলা পর্যায়ে বিচারকদের আবাসন নির্মাণের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ;
- বিচারকদের জন্য জুডিসিয়াল পে-কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন;
- বিচারকদের যানবাহন সমস্যা;
- দেশে পৃথক আইন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ;
- সপ্তম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনায় সুপ্রীম কোর্টকে অন্তর্ভুক্তিকরণ;
- অন লাইনে কজ লিস্ট চালুকরণ;
- অন লাইনে জামিন নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম ও মাসিক বুলেটিন প্রকাশ;
- সুপ্রীম কোর্টে রিসার্চ ইউনিটের কার্যক্রম সংক্রান্ত;
- ডে-কেয়ার সেন্টার চালু;
- বিচারকদের জন্য বিদেশে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিচারকদের সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;
- জুডিসিয়াল রিফর্ম ও জুডিসিয়াল পলিসি বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিচারকদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রধান বিচারপতি পুরষ্কার প্রবর্তন সংক্রান্ত;
- নিম্ন আদালতে বিচারকের পদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত;
- সুপ্রীম কোর্টের জন্য পৃথক অফসেট প্রেস প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ;

- **সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারকদের জন্য কুক ও দারোয়ানের পদ সৃজনের ব্যবস্থা গ্রহণ;**
- **ই-লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ;**
- **ডিজিটাল পদ্ধতিতে নথি বিন্যাস কার্যক্রম গ্রহণ;**
- **জেলা আদালতসমূহে ফৌজদারী মামলায় সাক্ষী উপস্থাপনের নিমিত্ত জেলা পুলিশের পৃথক সেল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ;**
- **পুরাতন আইন/বিধিসমূহকে সময় উপযোগী করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ;**
- **বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে পিএটিসির সমতুল্য করে পরিকল্পনা গ্রহণ;**
- **বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন, আইন কমিশনের জন্য পৃথক ভবন তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ;**
- **সারাদেশের বিচারকদের ঢাকায় স্বল্পকালীন সময়ে অবস্থানের জন্য পৃথক ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ;**

আমি আশা করি দীর্ঘ ছুটির পর কর্মস্থলে ফিরে নব-উদ্যোগ ও আগ্রহে অর্পিত দায়িত্ব পালনে আপনারা আরো যত্নবান হবেন। আপনাদের সময়ানুবর্তিতা, কর্মনিষ্ঠা, সততা, পেশাগত জ্ঞান ও মানবিক মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা জেলায় কর্মরত রাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গের কর্মকর্তাদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হবে। জেলার আইনজীবীগণ আপনাদের নিয়ে গর্ব করবেন। বিচার প্রার্থী জনগণ আপনাদের সততা ও কর্মনিষ্ঠায় গভীরভাবে আস্থাবান হবেন, নিশ্চিত থাকবেন ন্যায় বিচার প্রাপ্তির বিষয়ে। আমার বিশ্বাস আপনারা আমাকে আশাহত করবেন না। আমি আপনাদের সবরকমের সফলতা কামনা করি।

অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এখন আমি মাঠ পর্যায়ের বিচারকদের বিচার প্রশাসন ও মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্তে সমস্যা, অন্তরায়সমূহ এবং উত্তরণ বিষয়ে বিজ্ঞ বিচারকদের বক্তব্য ও মতামত শুনতে চাই।